ইমরান খানকে সরিয়ে রাহেল শরীফকে প্রধানমন্ত্রী বানাতে চায় সৌদি আরব!

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইমরান খানকে সরিয়ে দিতে চাইছে সৌদি আরব। তার বদলে দেশটির সেনাবাহিনীর সাবেক জেনারেলকে প্রধানমন্ত্রীর পদে বসাতে চায় সৌদি আরব। ব্রিটেন ভিত্তিক নিউ আরব নামের একটি সাইটে সম্প্রতি এ খবর প্রকাশ করা হয়েছে। তবে ওই প্রতিবেদনে কারও মন্তব্য কিংবা সুস্পষ্ট সূত্রের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

পাকিস্তানের ও ভারতীয় মিডিয়ায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে এমন দাবি করে নিউ আরবের ওই প্রতিবেদনে ওই খবরটি প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের মতে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদে সৌদি নেতৃত্বাধীন ইসলামিক মিলিটারি অ্যালায়েন্স টু ফাইট টেরোরিজমের কমান্ডার জেনারেল রাহেল শরীফই সৌদির পছন্দের প্রার্থী।

পাকিস্তান ও সৌদি আরব সম্পর্ক বেশ গভীর। তবে কাশ্মীরের বিষয়ে সৌদির দৃশ্যমান কোনো প্রতিক্রিয়া না থাকায় এ সম্পর্কে তিক্ততা এসেছে বলে জানায় নিউ আরব নামের ওই সাইটটি।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহে ইমরান খান জানিয়েছেন, পাকিস্তানের সাথে সৌদির সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। কাশ্মীর ইস্যুতে ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) এর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কিন্তু ওআইসির নেতৃত্বস্থানীয় দেশ সৌদির নিজস্ব বৈদেশিক নীতি আছে। পাকিস্তান যা বলবে সৌদি আরব তাই করবে এটা তাদেরও আশা করা উচিত নয়।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

যে কারণে তিব্বতকে ‘দুর্ভেদ্য দুর্গ’ বানাতে চায় শি জিনপিং

‘শান্তিপূর্ণ মুক্তি’! সাত দশক আগে লাল ফৌজের তিব্বত দখল অভিযানকে এই ভাষাতেই চিহ্নিত করলেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। সেই সঙ্গে শনিবার তার ঘোষণা, সুস্থিতি বজায় রাখা, জাতীয় ঐক্য রক্ষা করা এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপের মোকাবিলার উদ্দেশ্যে তিব্বতকে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা হবে।

একদলীয় শাসনাধীন চীনের শাসকদল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে ১৯৫০ সালের অক্টোবরের গোড়ায় তিব্বত দখলের সাফাইও দিয়েছেন শি। তার যুক্তি, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে তিব্বতের জনগণকে মুক্তি দিতেই অভিযান চালিয়েছিল চীনা ফৌজ। যদিও ইতিহাস বলছে, দলাই লামা-সহ বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে কখনওই বিক্ষোভ-আন্দোলন হয়নি তিব্বতে। একদা স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রটিতে যাবতীয় অশান্তির সূত্রপাত হয়েছিল চীনা দখলদারির পরে।

‘সামন্ততন্ত্র’ থেকে তিব্বতকে মুক্ত করার দাবি করলেও, বেইজিং যে বৌদ্ধ আমজনতার মন জয় করতে পারেনি, শি জিনপিংয়ের বক্তৃতাতেই তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের তিনি বলেছেন, ‘তিব্বতের প্রতিটি যুবকের হৃদয়ের গভীরে চীনের প্রতি ভালবাসার বীজ রোপণ করতে হবে।’ আর সেই লক্ষ্যপূরণের পদ্ধতিও বাতলেছেন তিনি— ‘তিব্বতের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে রাজনৈতিক ও আদর্শগত শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে।’

চীনের সরকারি সংবাদ সংস্থা শিনহুয়া এই খবর প্রচার করার পর থেকেই ‘সিঁদুরে মেঘ’ দেখছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো। তাদের আশঙ্কা, অধিকৃত শিনজিয়াংয়ে চীনা কমিউনিস্ট নেতৃত্ব যেভাবে ‘রাজনৈতিক শিক্ষা’র নামে উইঘুর মুসলিম যুবকদের বন্দি করে মগজধোলাই চালাচ্ছে, এবার তিব্বত স্বশাসিত অঞ্চলেও সেই নীতি বলবৎ হবে। কারণ, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক জিনপিং গতকাল বলেছেন, ‘বৌদ্ধধর্মকে এবার সমাজতন্ত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।’

সাম্প্রতিক কালে একাধিক বার চীনা নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছেন তিব্বতিরা। লাল ফৌজ নির্মমভাবে তিব্বতিদের শান্তিপূর্ণ

বিক্ষোভ দমন করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। তিব্বত দখলের ৭০তম বর্ষপূর্তিতে চীনা প্রেসিডেন্টের এই মন্তব্য বেইজিং-ওয়াশিংটন সম্পর্কে নতুন টানাপড়েন সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। গত মাসে মার্কিন বিদেশসচিব মাইক পম্পেয়ো জানিয়েছিলেন, অধিকৃত তিব্বতে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দমনপীড়নে অভিযুক্ত চীনা সরকারি আধিকারিকদের ভিসা দেওয়া হবে না। তার ওই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল চীন। সূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

দুঃসময়ে এত প্রার্থী কোথায় ছিল

সালাউদ্দিন আহমেদ। ঢাকা-৫-এর আসন্ন উপনির্বাচনে নৌকার টিকিট পেতে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম তুলেছেন। তার রাজনৈতিক পরিচয়, বাবা একসময় আওয়ামী লীগ নেতা ছিলেন। এটাই তার পুঁজি। নিজে আওয়ামী লীগ বা সহযোগী সংগঠন কোথাও নেই। তার পরও হতে চান রাজধানীর একটি আসনে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের একজন আইনপ্রণেতা।

একইভাবে ঢাকা-১৮ আসনের উপনির্বাচনে নৌকার টিকিট চান জিন্নাত আলী। তার রাজনৈতিক পরিচয়, তিনি ১৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের ‘সাবেক’ সদস্য। একই আসনে নৌকার প্রার্থী হতে চান হাজী বিল্লাত আলী আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মোহাম্মদ। নরসিংদীর এক উপজেলা নেতা মোজাম্মেল হকও হতে চান সাহারা খাতুনের উত্তরসূরি। আজ বিকালে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে পাঁচটি শূন্য আসনে প্রার্থী তালিকা করা হবে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে স্বাস্থ্যবিধি মেনে মনোনয়ন বোর্ডের সদস্যরা অংশ নেবেন।

শুধু এ চারজন নন, ঢাকা-৫ ও ঢাকা-১৮ আসনে সর্বমোট ৭৬ জন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন ফরম তুলেছেন, যার অধিকাংশই মৌসুমি পাখির মতো। সংসদ সদস্য হতে হলে যে যোগ্যতা প্রয়োজন, দলে যে ভূমিকা থাকা দরকার তার ছিটেফোঁটাও নেই। এখন দলের সুসময় তাই দলের মনোনয়ন

চান, কিন্তু দুর্দিনে তাদের দেখা মেলেনি। ওয়ান-ইলেভেনসহ বিভিন্ন পর্যায়ে আওয়ামী লীগের দুঃসময়ে নেই তাদের কোনো ভূমিকা। আওয়ামী লীগ করেননি, অন্য দল থেকে সদ্য যোগ দিয়েও মনোনয়নপ্রত্যাশী।

একটি উচ্চমাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে শিক্ষকতা করেও যেমন প্রার্থী হতে চান, তেমনই মুদির দোকান পর্যায়ের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও মনোনয়ন চেয়েছেন। দলীয় নেতা-কর্মীরা বলছেন, তৃণমূল পর্যায়েও নেতা-কর্মীদের হাতে নগদ টাকা আছে। তাই নৈতিক অবক্ষয়ের পরোয়া না করে আওয়ামী লীগের এই নেতারা ৩০ হাজার টাকা দিয়ে একটি দলীয় ফরম সংগ্রহ করে এলাকায় ‘নাম ফোটাতে’ চাইছেন।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, একেকটি আসনে এত প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি খুবই লজ্জাজনক। এটি চরম সাংগঠনিক বিশৃঙ্খলারই দৃষ্টান্ত। সবাই এমপি হতে চাওয়ার এ প্রবণতা দুঃখজনক। সবাই সবকিছু পেতে চায়। ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্যও এটা অশুভ। ঢাকার সাংগঠনিক শৃঙ্খলা থাকলে এক আসনের যোগ্য সর্বোচ্চ দুই থেকে তিনজন মনোনয়ন চাইতে পারে। ‘ফ্রিস্টাইলে’ মনোনয়ন ফরম তোলা শৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে না।

এ প্রসঙ্গে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘একটা দেশের রাজনীতি ক্ষয়িষ্ণু পর্যায়ে থাকলে যা হয়। যারা সংসদীয় রাজনীতি করেন, নেতৃত্বে কারা আসবেন তৃণমূল থেকে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। এ চর্চা যখন অনুপস্থিত থাকে তখন এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। আর এখন সবাই জানে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে না। সে কারণে দলের নিম্ন পর্যায়ের নেতারাও ভাবেন, মনোনয়ন পেলেই জিতে যাব।

এখনই এ প্রবণতা একেবারে নিঃশেষ করা প্রয়োজন। যাদের সততা, যোগ্যতা ও দলের প্রতি আনুগত্য আছে তাদের মনোনয়ন দিলে সমস্যার সমাধান হবে।’ তিনি বলেন, ‘এখন থেকেই আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে, দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত ও ত্যাগী ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিতে হবে। এটা না করে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসে গার্মেন্ট ব্যবসায়ী কিংবা অটোমোবাইলের ব্যবসায়ীকে মনোনয়ন দেওয়া হলে দলের ভিতরে সংকট সৃষ্টি হবে।’

অতীতে ঢাকার দুই আসনের উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের ফরম পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, তারা সবাই দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। এদের কেউ কেউ ২০০১ সালের পর চরম

নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কেউ কেউ ওয়ান-ইলেভেনের সময় আওয়ামী লীগ সভানেত্রীকে মুক্ত করতে ভূমিকা রেখেছেন। এ দুই আসনের নেতা- কর্মীরা বলছেন, অনেক প্রার্থীই তাদের মনোনয়নপত্রে ভুল তথ্য সংযোজন করেছেন।

কারণ, ১০ বছর আগেও যারা বিএনপি-জামায়াত করতেন তারাও এখন এ দুই আসনে দলীয় মনোনয়ন চান। আবার এক দিনও রাজনীতির মাঠে না থেকে এখন ত্যাগী নেতা সেজেছেন। দলটির ত্যাগী ও পরীক্ষিত নেতারা প্রশ্ন তুলেছেন- দুঃসময়ে এত প্রার্থী কোথায় ছিল? দল ক্ষমতায় আছে বলেই তারা নির্বাচনী এলাকায় ত্রাণ বিতরণ, দানবীর সাজার চেষ্টা করছেন।

সূত্রমতে, শূন্য হওয়া পাঁচটি আসনে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে হাইব্রিড ও সুবিধাবাদীদের ছড়াছড়ি। ত্যাগীর সংখ্যা হাতে গোনা। মনোনয়ন চেয়ে দলীয় ফরম কিনেছেন এমন অনেকেই নিজ নিজ এলাকায় অচেনা। মনোনয়নপ্রত্যাশীরা কবে কোথায় কীভাবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তা অনেকেই জানেন না। শূন্য হওয়া ঢাকা-১৮ আসনে ৫৬ জন মনোনয়নপ্রত্যাশীর ফরম কেনা দেখে খোদ দলের কেন্দ্রীয় নেতারাও হতবাক। এমনকি আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বিস্মিত হয়েছেন তালিকা দেখে। এসব প্রার্থীর অনেকে ছাত্রজীবনে অন্য দল করলেও আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্রে সে তথ্য তুলে ধরেননি।

জানা যায়, কেউ কেউ ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে বিএনপির মনোনয়ন চেয়েছিলেন। তারাও এখন উপনির্বাচনে আওয়ামী প্রার্র্থী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে। আবার কেউ কেউ ‘ডামি’ প্রার্থী হিসেবেও দলের মনোনয়নপত্র কিনেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। দলের ত্যাগী নেতা-কর্মীদের মনে প্রশ্ন উঠেছে- দলের দুঃসময়ে এত প্রার্থী ছিল কোথায়? এদের অনেককেই ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত দেখা যায়নি। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর হঠাৎ নেতার সংখ্যা বেড়ে গেছে। এক আসনে এত এত লোক প্রার্থী হতে আগ্রহী, এতে অস্বস্তি বোধ করছে আওয়ামী লীগ।

প্রয়াত এমপি সাহারা খাতুনের আসনে ৫৬ জন মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে রয়েছেন ঢাকা মহানগরী আওয়ামী লীগ, বিভিন্ন থানা ও ওয়ার্ড পর্যায়ের সভাপতি-সম্পাদক ছাড়াও ইউনিট সদস্য, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, মহিলা লীগ, যুব মহিলা লীগের সাবেক ও বর্তমান নেত্রী, সাবেক সংসদ সদস্য, সাবেক সচিব, ব্যবসায়ী, পুলিশের সাবেক ডিআইজি, সাবেক জেলা জজ, চিকিৎসক, শিক্ষক ও কাউন্সিলর। নির্বাচনী এলাকার প্রার্থী নন, এমন ব্যক্তিও দলীয় মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এমন প্রার্থীও আছেন

যাদের নাম কেউ জীবনে শোনেনইনি। ৫৬ মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে ব্যবসায়ীর সংখ্যাই বেশি। রাজনীতিকের সংখ্যা তুলনামূলক কম।

সূত্রমতে, আওয়ামী লীগের মতো ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলের এ ধরনের পরিস্থিতি এবারই প্রথম। বিশেষ করে ঢাকার উত্তরার আসনে ৫৬ জনের দলীয় মনোনয়ন ফরম কেনায় সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার মানুষেরও চোখ ছানাবড়া। অতীতের সব রেকর্ড ভঙ্গ হয়েছে। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বরগুনায় একটি আসনে ৫২ জন দলীয় মনোনয়নপত্র কিনে আলোচনার জন্ম দিয়েছিলেন। মনোনয়নপ্রত্যাশীর অনেকেরই ছাত্রজীবন থেকে এ পর্যন্ত কোনো রাজনৈতিক পটভূমি নেই।

অভিযোগ উঠেছে, এসব প্রার্থীর অনেকের পারিবারিক রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নেই। সুসময় ও দুঃসময়ে কখনো তারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শের রাজনীতি করার রেকর্ড নেই। প্রশ্ন উঠেছে- কোন যুক্তিতে এরা প্রার্থী হতে চান? এদের লক্ষ্য সংসদ সদস্য হওয়া, নাকি আওয়ামী লীগে অনুপ্রবেশ? সূত্রমতে, ঢাকার দুটি আসনে এমন অনেকেই মনোনয়ন প্রত্যাশা করছেন, যাদের এলাকার লোকজনই চেনেন না। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকেই মনোনয়ন চাইছেন। অনেক ব্যবসায়ীও এ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন চান। অনেকেই মনে করছেন নৌকা প্রতীক পেলেই এমপি নিশ্চিত।

কোনোমতে এমপি পদ বাগিয়ে রাতারাতি কোটিপতি হওয়ার চিন্তা থেকে সবাই প্রার্থী হতে চাচ্ছেন। ঢাকা-১৮ আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে রয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট মমতাজ উদ্দিন মেহেদী, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য আবদুল হাফিজ মল্লিক, যুব মহিলা লীগ সভাপতি ও সংরক্ষিত নারী আসনে সাবেক সংসদ সদস্য নাজমা আকতার, ঢাকা মহানগরী উত্তর আওয়ামী লীগের সাবেক যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আবদুল কাদের খান, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক সহসভাপতি মতিউর রহমান, বিমানবন্দর থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. শাহজাহান আলী মন্ডল, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মজিবুর রহমান,

যুবলীগের সাবেক প্রেসিডিয়াম সদস্য মো. আবুল বাশার, ভাসানটেক থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি মো. ইয়াজ আলী ফকির, ডিএনসিসির ৪৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জাহিদুল ইসলাম মোল্লা, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী রবিন, ব্যবসায়ী এম এ রাজ্জাক খান, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগের

সাবেক সদস্য মুনতাজুল করিম, ঢাকা মহানগরী উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. খসরু চৌধুরী, আওয়ামী লীগ উপকমিটির সাবেক সহসম্পাদক নাজমুল হক বাবু, সাবেক সচিব মোহাম্মদ মুসা, পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের সাবেক ডিআইজি এস এম মাহফুজুল হক নূরুজ্জামান, মহিলা লীগের আইনবিষয়ক সম্পাদক অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ রেবেকা বেগম, ঢাকা মহানগরী উত্তর আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মো. নাজিম উদ্দিন, সাবেক বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা এম এ মোফাজ্জল হোসেন, ঢাকা মহানগরী যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বেলায়েত হোসেন, উত্তরখান থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি কামাল উদ্দিন,

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. আফসার উদ্দিন খান, সাবেক উত্তরখান ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের আইন সম্পাদক নির্মল ডি কস্তা, খিলক্ষেত থানা যুব মহিলা লীগ সভাপতি নাজমা আক্তার, নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদ সদস্য মোজাম্মেল হক, ভাটারা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি ইসহাক মিয়া, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক আশিকুর রহমান, ঢাকা মহানগরী উত্তর যুবলীগের সাবেক সহসভাপতি ৫০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ডি এম শামীম, ঢাকা মহানগরী উত্তর আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি মো. হাবিব হাসান, বঙ্গবন্ধু আইনজীবী পরিষদের সহসাংগঠনিক সম্পাদক মোহা. কবির হোসাইন,

খিলক্ষেত থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি কেরামত আলী দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক আসলাম উদ্দিন, সাবেক সংসদ সদস্য মনিরুল ইসলাম, ঢাকা মহানগরী উত্তর আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য আনোয়ারুল ইসলাম, ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য আবদুল ওয়াদুদ, চাঁদপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্মসম্পাদক আমিনুল ইসলাম, আওয়ামী লীগের প্রাথমিক সদস্য কাজী খলিলুর রহমান, উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল শাখা স্বাচিপের সভাপতি ডা. সাব্বির আহমেদ খান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মাহমুদ সাজ্জাদ, তেজগাঁও থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য এস এম হোসাইন, উত্তরা পূর্ব থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি কুতুব উদ্দিন আহমেদ ও সহসভাপতি রহিমুল হক, মহিলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি নাসিমা ফেরদৌস,

আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ উপকমিটির সাবেক সদস্য মোজাম্মেল হোসেন মাতুব্বর (আমিনুল), ভাটারা থানা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মিজানুর রহমান, ১৭ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য জিন্নাত আলী, উত্তরা পশ্চিম থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি শেখ মামুনুল হক, যুবলীগ নেতা হৃদয় চৌধুরী,

মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মেজর (অব.) মো. রেজাউল করিম, হাজী জিন্নাত আলী আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শেখ মোহাম্মদ, ঢাকা মহানগরী উত্তর ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য মোহাম্মদ ওয়ালী আল কাদির, সাবেক দক্ষিণখান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মফিজউদ্দিন আহমেদ, ফরিদপুর কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্মসাধারণ সম্পাদক সৈয়দ শামীম রেজা ও উত্তরা পূর্ব থানা আওয়ামী লীগের সদস্য (প্রস্তাবিত) এস ফয়সাল আহমেদ।

ঢাকা-৫ আসনে যারা মনোনয়ন ফরম তুলেছেন তারা হলেন- ডেমরা থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রয়াত এমপি হাবিবুর রহমান মোল্লার বড় ছেলে মশিউর রহমান সজল, বঙ্গবন্ধু সৈনিক লীগের (একাংশ) সভাপতি হারুন উর রশিদ সিআইপি, রমনা থানা আওয়াী লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক এম এ কাশেম, যাত্রাবাড়ী থানা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক হারুনর রশিদ মুন্না, সভাপতি কাজী মনিরুল ইসলাম মনু, ৭০ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর মোহাম্মদ আতিকুর রহমান, আওয়ামী লীগের ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক চৌধুরী সাইফুন্নবী,

আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর সাবেক এপিএস ড. আওলাদ হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম লীগ সভাপতি নুর ইসলাম মোল্লা, দলের আন্তর্জাতিক উপকমিটির সদস্য নেহরিন মোস্তফা দিশি, ঠাকুরগাঁও জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান, ডেমরা নাট্যকলা একাডেমির উপদেষ্টা মোহাম্মদ আবদুর রাকিব ভুইয়া, ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সভাপতি আবু আহমেদ মন্নাফী, ডেমরা থানা আওয়ামী লীগ সভাপতি রফিকুল ইসলাম খান, বঙ্গবন্ধু আইনজীবী পরিষদের সদস্য বশির আহমেদ, বঙ্গবন্ধু পরিষদের ঢাকা মহানগরী সভাপতি মাহবুব উদ্দিন আহমেদ, আওয়ামী লীগের শ্রমবিষয়ক সম্পাদক হাবিবুর রহমান সিরাজ, ঢাকা দক্ষিণ স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি কামরুল হাসান রিপন, আওয়ামী লীগ নেতা শওকত আলীর ছেলে সালাউদ্দিন আহমেদ, যুবলীগ মহিলা লীগের যুগ্মসাধারণ সম্পাদক নাদিরা পারভীন।

আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, ‘একটি আসনের উপনির্বাচনে ৫৬ জনের মনোনয়নপত্র ওঠানোটা “অসুস্থ” প্রতিযোগিতা। দলীয় মনোনয়ন পেতে এত লোকের ভিড় করার দরকর নেই। যারা দীর্ঘদিনের পরীক্ষিত, ত্যাগী ও সর্বজনগ্রহণযোগ্য তাদেরই মনোনয়নপত্র তোলা উচিত। গয়রহ তোলা দুঃখজনক। এটা মিছে সোনার হরিণের পেছনে ছুটে চলা ছাড়া কিছুই নয়।’

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

স্থাপন করতে চাই।

জেলা প্রশাসক সাবিনা ইয়াসমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মত-বিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার সাদাত সম্রাট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোহাগ চন্দ্র সাহা, উপজেলা চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান ডাবলু, বাংলাবান্ধা ল্যান্ড পোর্টের জেনারেল ম্যানেজার হাবিবুর রহমান, বাংলাবান্ধা স্থলবন্দর আমদানি-রপ্তানিকারক এসোসিয়েশনের সভাপতি মেহেদী হাসান খান বাবলা, সিএন্ডএফ এসোসিয়েশনের সভাপতি রেজাউল করিম রেজা প্রমুখ।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

কমলাকে ট্রাম্পের খোঁচা, নারী প্রেসিডেন্ট হলে ইভাঙ্কাই সেরা

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে নিজের মেয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। যুক্তরাষ্ট্রে কোনো নারী প্রেসিডেন্ট হলে তার মেয়ে ইভাঙ্কাই হবেন সেরা বলে দাবি করেছেন তিনি। শুক্রবার নিউ হাম্পশায়ারে রিপাবলিকান পার্টির শোভাযাত্রায় গিয়ে হোয়াইট হাউসে দ্বিতীয় মেয়াদের প্রত্যাশী ট্রাম্প ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সঙ্গে ইভাঙ্কার তুলনা করে একথা বলেন ট্রাম্প।

তিনি এসময় কমলা হ্যারিসকে (৫৫) নজিরবিহীন আক্রমণ করেন। জানা গেছে, কমলা এবার প্রেসিডেন্ট পদেই নির্বাচন করতে চেয়েছিলেন। তবে প্রার্থিতা জয়ের দলীয় লড়াইয়ে শুরুতেই বাদ পড়ে যান তিনি। পরে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জো বাইডেন তাকে রানিংমেট ঘোষণা করেন।

সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরে ডেমোক্রেটিক পার্টির উদ্দেশ্যে ট্রাম্প বলেন, তারা এমন একজনকে ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বানিয়েছে, যার কোনো যোগ্যতাই নেই ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার। কারণ, সে আগেই ফেল করেছে। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারির আগেই তিনি ছিটকে পড়েছেন,

পপুলার সমর্থনের অভাবে। তিনি আপনাদের প্রেসিডেন্ট হতেন, আমি সেটি মনে করি না।

ট্রাম্প বলেন, কেবল ভাইস প্রেসিডেন্ট নয়, যুক্তরাষ্ট্রে কোনো নারী প্রেসিডেন্ট আসুক, সেটি আমিও চাই। তবে কমলা হ্যারিসের প্রেসিডেন্ট হওয়ার মতো কোনো সক্ষমতাই নেই। সে তুলনায় আমার মেয়ে ইভাঙ্কা অনেক ভালো প্রার্থী। এসময় সমর্থকদের মধ্য থেকে কেউ ইভাঙ্কা বলে চিৎকার করলে ট্রাম্প সেদিকে তাকিয়ে বলেন, তারা সবাই বলছে, আমরা ইভাঙ্কাকে চাই। সূত্র : সিএনএন।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

এবার ইসরায়েলের জন্য বয়কট আইন বাতিল করল আমিরাত

এবার সংযুক্ত আরব আমিরাত অর্থনৈতিকভাবে ইসরায়েলকে বয়কটের একটি আইন বাতিল করেছে। ১৯৭২ সালের ওই আইন বাতিল করে আজ শনিবার একটি ডিক্রি জারি করেছে দেশটি।

জানা গেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের শাসক শেখ খলিফা বিন জায়েদ আল নাহিয়ান এই ডিক্রি ইস্যু করেছেন। এর আগে, গত ১৩ আগস্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দেন যে, ইসরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সম্পর্ক স্বাভাবিকের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে। ঐতিহাসিক ওই চুক্তির পর সম্পর্ক স্বাভাবিকের ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে উভয় দেশ। এরই অংশ হিসেবে আইন বাতিল করলো আমিরাত।

বলা হচ্ছে, আইনটি বাতিলের ফলে আমিরাতের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি ইসরায়েলের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির পথ উন্মুক্ত হলো। সূত্র : আল আরাবিয়া।উল্লেখ্য, ইসরায়েলের সাথে আমিরাতের সম্পর্ক স্বাভাবিকের ঘোষণার পর থেকে মধ্যপ্রাচ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছেছে বিষয়টি।তবে প্রভাবশালী রাষ্ট্র সৌদি আরব এখনো ইসরায়েল ইস্যুতে কোনও নমনীয়তা দেখায়নি।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

উপনির্বাচনে অংশগ্রহণের বিষয়ে বিএনপির সিদ্ধান্ত আজ

জাতীয় সংসদের শূন্য হওয়া পাঁচটি আসনের উপনির্বাচনে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে আজ শনিবার স্থায়ী কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেবে বিএনপি। বিকেল পাঁচটায় দলের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম জাতীয় স্থায়ী কমিটির এই ভার্চুয়াল বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও সেখানে উপনির্বাচনের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। ওই বৈঠক শেষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির একাধিক সদস্য জানিয়েছিলেন, শনিবারের বৈঠকে উপনির্বাচনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হবে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহবান

এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার আহবান জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা এক বিজ্ঞপ্তিতে আজ শনিবার সকালে এ তথ্য জানান।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, সাম্প্রতিক সময়ে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নামে ভুয়া ফেসবুকে পেইজ ও প্রোফাইল খুলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া ও এইচএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন কাল্পনিক তারিখ ঘোষণা করে বিভ্রান্তি তৈরি

করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সতর্ক থাকার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া হবে এবং কখন এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। পরীক্ষা নেওয়ার উপযুক্ত পরিস্থিতি হলে তারিখ গণমাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে ভুয়া কোনও পেইজের বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের তথ্য বিশ্বাস না করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। কোন গুজবে কান না দিয়ে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে আহ্বান জানিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বিভিন্ন তথ্য জানতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে নজর রাখতে বলা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণের জন্য অনুপ্রবেশকারীরাই দায়ী : ওবায়দুল কাদের

কোনোভাবেই দলে অনুপ্রবেশকারীদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেয়া যাবে না জানিয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণের জন্য অনুপ্রবেশকারীরাই দায়ী।

আজ শুক্রবার আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক উপ-কমিটির উদ্যোগে স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালকের কাছে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী হস্তান্তর অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সের যুক্ত হয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, আমি

একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, অনুপ্রবেশকারীরাই দল ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করে। দুঃসময়ের পরীক্ষিত নেতাকর্মীরা কখনো দল ও সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কাজ করে না। সাম্প্রতিককালে দেখা গেছে, দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্নের জন্য অনুপ্রবেশকারীরাই দায়ী।

তিনি বলেন, তবে একথা সত্য যে, এখনো কোথাও কোথাও স্বাস্থ্যসেবার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এখনো স্বাস্থ্যসেবা কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছায়নি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চিকিৎসকদের গ্রামমুখী হওয়ার যে নির্দেশনা দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করলে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবার মান আরও উন্নত হবে।

সরকারের এসব কার্যক্রম এগিয়ে নিতে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট সবার আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের।

ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সাথে বিএনপি মহাসচিবের বৈঠক

ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটার্টন ডিকসনের সাথে বৈঠক করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বৃহস্পতিবার বিকালে রাজধানীর বারিধারায় এ বৈঠক হয়। এতে বিএনপির কূটনৈতিক উইংয়ের প্রভাবশালী সদস্য তাবিথ আউয়াল উপস্থিত ছিলেন।

প্রায় এক ঘণ্টার এই বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিসহ গুম খুনসহ বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড নিয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় আগামী ৩০ আগস্ট আন্তর্জাতিক গুম প্রতিরোধ দিবস নিয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে গুম হওয়া বিএনপিসহ বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের পাশাপাশি সম্প্রতি কক্সবাজারে পুলিশের গুলিতে মেজর (অব.) সিনহা মো. রাশেদ খানের নিহত হওয়ার ঘটনাটিও গুরুত্বের সাথে আলোচনা হয়।

দেশের চলমান পরিস্থিতি তুলে ধরে আগামী মাসে একটি ভার্চুয়াল কূটনীতিকি ব্রিফিংয়ের আয়োজন করবে বিএনপি। সেখানে ব্রিটিশ হাইকমিশনকেও আমন্ত্রণ জানানো হয় বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

জানতে চাইলে তাবিথ আউয়াল বলেন, ‘ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সাথে এ ধরণের সাক্ষাৎ আমরা প্রায়ই করে থাকি। তারই অংশ হিসেবে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন